গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৭

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৮

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতার হার ৫,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করে ভাতা বাবদ ৩ বছরে প্রায় ৬৬৮১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মোট ৭০২১ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বাবদ ৩ বছরে প্রায় ৭৯৫কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ভাতাভোগী প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপনের নিমিত্ত ১০,০০০/ টাকা হারে বছরে দুটি করে ঈদ বোনাস হিসাবে মোট ১১০৮ টাকা, বৈশাখী ভাতা হিসাবে মাসিক সম্মানী ভাতার ২০% হিসাবে মোট ৪০ কোটি টাকা ও প্রত্যেক জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাকে ৫,০০০/- টাকা হারে বিজয় দিবস ভাতা হিসাবে মোট ৬৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় প্রশিক্ষণ তালিকা,লালমুক্তিবার্তাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা,সকল ধরনের গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাসহ বিদ্যমান বামুস ও সাময়িক সনদ-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ডিজিটাইজেশন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণসহ অনলাইন সেবা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে জেলা ও উপজেলায় মোট ২১৭টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারাদেশে ২৯৬২ টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঘোষনা অনুযায়ী সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের অংশ হিসাবে পাইলট কর্মসূচি হিসাবে কক্সবাজার ও সিলেট জেলার সকল সম্মানিভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিভাতা ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে জিজিটাল পদ্ধতিতে(জি-টু-পি পদ্ধতিতে) দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়নের আবেদন সীমিত জনবল নিয়ে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত রিট ও অন্যান্য মামলাসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ ও অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

লালমুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট ও জামুকার সুপারিশকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পর্যায়ক্রমে গেজেটে প্রকাশ, পর্যায়ক্রমে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের নিমিত্ত সারাদেশে ৮ (আট) হাজার বাসস্থান নির্মাণ ,নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ,সারাদেশের সকল সম্মানিভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিভাতা ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে জিজিটাল পদ্ধতিতে(জি-টু-পি পদ্ধতিতে) দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করাসহ অনুমোদিত সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী সম্বলিত যথাক্রমে ঢাকায় ও মেহেরপুরে ২টি প্যানোরোমা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১.৮৬ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান;
- জিজিটাল পদ্ধতিতে(জি-টু-পি পদ্ধতিতে) সকল মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতা প্রদান;
- মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ,
- ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়),
- শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,
- ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়),
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ ও
- মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ১৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ
২. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ
৩. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ
৪. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রনয়ণ,গেজেট প্রকাশ ও ঘোষিত তালিকা সংরক্ষণ করা;
২. মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা;
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা প্রদান করা;
৪. স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও যুদ্ধের দলিলাদি সংরক্ষণ করা;
৫. মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা;
৬. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৭. সরকারি ,স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চাকুরির কোটা সংরক্ষণ মনিটরিং করা;
৮. স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি/গণকবর, সন্মূখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা এবং
৯. যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস,বিজয় দিবস,শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ,গণহত্যা দিবস এবং মুজিবনগর দিবস পালন করা।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২০-২১	২০২১-২০২২		
মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের ও নারী উন্নয়ন এর উপর প্রভাব)	সুবিধাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার হার	%	৯২%	৯৫%	৯৮%	৯৯%	১০০%	১.মুবিম, ২.সকম, ৩.বামুকট্রা, ৪.জামুকা, ৫.মুজাঘ, ৬.পিডব্লিউডি, ৭.এলজিইডি, ৮.বিআরডিবি, ৯.জেপ্র ও ১০.উপজেপ্র, ১১. বিবিএস	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন
নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	উদ্বুদ্ধকৃত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ মুক্তিযুদ্ধত্তোর প্রজন্ম	জন	১১৫০০	১২৪০০	১২৪১০	১২৯২০	১৫০০০	১. মুবিম, ২. জামুকা, ৩. মুজাঘ, ৪. বামুকট্রা, ৫. জেপ্র ও ৬. উপজেপ্র	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষিত (মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ভবিষৎ প্রজন্মের জ্ঞান লাভ করার উপর প্রভাব)	সংরক্ষিত এবং উন্নয়নকৃত স্মৃতিস্থাপনা/স্তম্ভ	সংখ্যা	৩৯৭	৩৩৮	২১৪০	২১৫০	২২০০	১.মুবিম, ২.সকম, ৩.বামুকট্রা, ৪.জামুকা, ৫.মুজাঘ, ৬.পিডব্লিউডি, ৭.এলজিইডি, ৮.বিআরডিবি, ৯.জেপ্র ও ১০.উপজেপ্র, ১১. বিবিএস	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ	৩৪	[১.১] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড়	সংখ্যা (লক্ষ জন)	৩	১.৮৫	১.৮৫২	১.৮৬	১.৮৫	১.৮৪	০	০	১.৮৭	১.৮৮
		[১.২] প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে(সম্মানি ভাতাভোগী) পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপনের নিমিত্ত ঈদবোনাস প্রদান।	[১.২.১] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	০	০	০৭.০৫.২০	১০.০৫.২০	১২.০৫.২০	১৫.০৫.২০	১৮.০৫.২০	০৩.০৪.২১	০১.০২.২২
			[১.২.২] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল আযহার-এর বোনাস প্রদানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	০	০	০৪.০৮.১৯	০৬.০৮.১৯	০৮.০৮.১৯	০	০	০১.০৭.১৯	১৫.০৬.২১
		[১.৩] মাসিক সম্মানী ভাতার ২০% হিসেবে বৈশাখী ভাতা প্রদান।	[১.৩.১] নির্ধারিত তারিখে বৈশাখী ভাতা প্রদানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	০	০	০৭.০৪.২০	১০.০৪.২০	১২.০৪.২০	০	০	৩১.০৩.২১	৩১.০৩.২২
		[১.৪] জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় দিবস ভাতা প্রদান।	[১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানকৃত।	তারিখ	তারিখ	২	০	০	০১.১২.১৯	০৭.১২.১৯	১০.১২.১৯	১২.১২.১৯	০	০১.১২.২০	০১.১২.২০
		[১.৫] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং মনিটরিংকরণ।	[১.৫.১] ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা(জন)	১	২২০০	২৩০০	২৪০০	২৩৫০	২৩০০	০	০	২৪৫০	২৫০০
			[১.৫.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মনিটরিংকৃত ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা(টি)	১	০	০	৪	৩	২	১	০	৪	৪
		[১.৬] অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধার তথ্য সংশোধন।	[১.৬.১] নির্ধারিত সময়ে তথ্য সংশোধিত।	গড়	কর্মদিবস	১	০	৩	৩	৪	৫	৬	৭	২	১
		[১.৭] হাট-বাজারের ইজারালব্ধ প্রাপ্ত ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে জেলা ও উপজেলাসহ সমঝোতা স্মারকভুক্ত বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে বরাদ্দকরণ।	[১.৭.১] নির্ধারিত সময়ে অর্থ বরাদ্দ সমাপ্তকরণ	তারিখ	তারিখ	১	০	১৪.০৮.১৮	৩০.০৫.২০	১৫.০৬.২০	২০.০৬.২০	২৫.০৬.২০	৩০.০৬.২০	২৮.০২.২১	২৮.০২.২১
		[১.৮] জিজিটাল পদ্ধতিতে(জি-টু-পি পদ্ধতিতে) সকল মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতাসহ সকল প্রকার ভাতা প্রদান।	[১.৮.১] জি-টু-পি পদ্ধতিতে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা(জন)	১	০	৩৫০	৫০০০০	৪৭৫০০	৪৫০০০	৪২৫০০	৪০০০০	১৮৬০০০	১৮৬০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[১.৯] মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনাসহ) নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তি ও গেজেট সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ।	[১.৯.১] নির্ধারিত সময়ে গেজেট সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	সমষ্টি	কর্মদিবস	২	০	০	১০	১৫	২০	২৩	৩০	৭	৫
		[১.১০] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ।	[১.১০.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	গড়	কর্মদিবস	১	০	০	১০	১৫	২০	২৫	৩০	১০	৭
			[১.১০.২] সাময়িক সনদ সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	সমষ্টি	%	১	০	০	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	১০০	১০০
		[১.১১] মুক্তিযোদ্ধাদের প্লট/ফ্লাট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন।	[১.১১.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	সমষ্টি	কর্মদিবস	১	০	০	৭	৮	১০	১২	১৫	৫	৩
		[১.১২] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বাসস্থান নির্মাণ(২য় পর্যায়)-এর ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[১.১২.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	তারিখ	তারিখ	১	০	০	৩০.১২.১৯	৩১.০১.২০	২৮.০২.২০	৩১.০৩.২০	৩০.০৪.২০	০	০
		[১.১৩] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.১৩.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন।	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	৫৭	৬০	৩৯৮	৩৯৩	৩৮৮	০	০	৩০	২০
			[১.১৩.২] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন।	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	০	৩	৬৪	০	০	০	০	০	০
		[১.১৪] যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	গড়	সংখ্যা	৩	৭০২১	৭০২১	১১৮৭০	১১৮২০	১১৭৮০	১১৭৫০	১১৭০০	১১৮৭০	১১৮৭০
		[১.১৫] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান	[১.১৫.১] রেশন সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২৩০৪৫	২৩০৪৫	৩৮৯৭০	৩৮৯২০	৩৮৮৭৯	৩৮৮২০	৩৮৭৭৫	৩৮৯৭০	৩৮৯৭০
		[১.১৬] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.১৬.১] চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৩৬০	৩৭০	৪০০	৩৬০	৩৪০	৩২০	৩০০	৩৫০	৩২০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[১.১৭] মামলার তথ্য বিবরণী সলিসিটর উইং এ প্রেরণ।	[১.১৭.১] প্রেরণকৃত মামলার তথ্য বিবরণী।	সমষ্টি	%	১	০	০	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৫০	৬০
		[১.১৮] মন্ত্রণালয়ের ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইন ও বিধি সংশোধন।	[১.১৮.১] জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন (সংশোধিত), ২০১৯ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	তারিখ	১	০	০	৩১.১২.১৯	৩১.০১.২০	২৮.০২.২০	৩০.০৩.২০	৩০.০৪.২০	০	০
			[১.১৮.২] বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৯ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত।	তারিখ	তারিখ	১	০	০	৩১.১২.১৯	৩১.০১.২০	২৮.০২.২০	৩০.০৩.২০	৩০.০৪.২০	৩১.০৫.২০	৩০.০৬.২০
		[১.১৯] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন (ক) ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন, খ) বর্তমান শিশু পার্কটি ৭ মার্চের ভাষণ, ইন্দিরা মঞ্চসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ)	[১.১৯.১] নির্ধারিত সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়িত।	তারিখ	তারিখ	১	০	০	২৮.০২.২০	৩১.০৩.২০	৩০.০৪.২০	২৭.০৫.১৯	৩১.০৫.২০	০	০
		[১.২০] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।	[১.২০.১] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	১	০	০	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	১০০	১০০
[২] মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ	২০	[২.১] মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	[২.১.১] সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান।	সমষ্টি	সংখ্যা	২.৫	০	০	৬০	৫৫	৫০	০	০	৭০	৮০
			[২.১.২] নির্মিত স্মৃতি জাদুঘর।	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৫	৩	২	০	০	৬০	৭০
		[২.২] ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)।	[২.২.১] সংরক্ষিত বধ্যভূমি ও নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ।	সমষ্টি	সংখ্যা	২.৫	০	০	৪০	৩০	২৫	০	০	৫০	৬০
		[২.৩] শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	[২.৩.১] সংরক্ষিত ও উন্নয়নকৃত সমাধিস্থল।	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	০	২০০০	১৮০০	১৫০০	১২০০	১০০	৫০০০	৭০০০
		[২.৪] ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)।	[২.৪.১] স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	সমষ্টি	%	৩	০	০	২০	১৫	১০	০	০	৩০	৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[২.৫] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ।	[২.৫.১] সংরক্ষিত ও পুনঃনির্মিত স্থাপনা ।	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	২৪০	২৭৫	২৭০	২৬৫	০	০	০	০
		[২.৬] মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।	[২.৬.১] শহিদ মিত্রবাহিনী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত	সমষ্টি	%	১	০	০	১০	০	০	০	০	০	০
		[২.৭] মুজিবনগর স্মৃতি কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[২.৭.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	তারিখ	তারিখ	২			৩১.১২.১৯	৩১.০১.২০	২৮.০২.২০	৩১.০৩.২০	৩০.০৪.২০		
		[২.৮] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা লালমুক্তিবার্তা তালিকাভুক্ত জীবিত স্বরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশ।	[২.৮.১] নির্ধারিত তারিখে স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশিত।	তারিখ	তারিখ	২			০১.০৬.২০	১৫.০৬.২০	২০.০৫.১৯	২৫.০৫.১৯	৩০.০৫.১৯		
[৩] বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ	১৫	[৩.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[৩.১.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা(জন)	২	৪০৯৮৭	৫৪৫৪২	৫৫০০০	৫২৫০০	৫০০০০	৪৭৫০০	৪৫০০০	৫৭৫০০	৬০০০০
			[৩.১.২] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৩	২	২	১	০	০	০	২	২
		[৩.২] ঢাকাস্থ মীরপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[৩.২.১] মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা(জন)	১.৫	৩৪৮৩২	৫৩৪৩০	৫৫০০০	৫২৫০০	৫০০০০	৪৭৫০০	৪৫০০০	৫৭৫০০	৬০০০০
		[৩.৩] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রদর্শনী।	[৩.৩.১] প্রামান্যচিত্র পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা(জন)	২	১৫৪০৪৬	২০০৬৬২	২০১০০০	১৯৫০০০	১৯০০০০	১৮৫০০০	১৮০০০০	২১০০০০	২২০০০০
			[৩.৩.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা(জন)	২	১৫৪০৪৬	২০০৬৬২	২০১০০০	১৯৫০০০	১৯০০০০	১৮৫০০০	১৮০০০০	২১০০০০	২২০০০০
		[৩.৪] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসবের আয়োজন।	[৩.৪.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা(জন)	১.৫	১২০০০	১২৫০০	১৩০০০	১২৭৫০	১২৫০০	১১৫০০	১১০০০	১৪০০০	১৫০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[৩.৫] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[৩.৫.১] আয়োজিত জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	৩	২	১	০	০	৪	৫
		[৩.৬] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন।	[৩.৬.১] আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কসপ	সমষ্টি	সংখ্যা(টি)	১	০	০	৪	৩	২	১	০	৫	৬
		[৩.৭] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ।	[৩.৭.১] বিতরণকৃত বই-পুস্তক	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	৩০০০	৩২৫০	৩০০০	০	০	০	৩৫০০	৪০০০
		[৩.৮] মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার নিমিত্তি কমিটি গঠন ও কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ।	[৩.৮.১] নির্ধারিত তারিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার নিমিত্তি কমিটি গঠিত।	তারিখ	তারিখ	১	০	০	৩০.১১.১৯	৩১.১২.১৯	৩১.০১.২০				
			[৩.৮.২] নির্ধারিত তারিখে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত।	তারিখ	তারিখ	১	০	০	০১.০৬.২০	১৫.০৬.২০	৩০.০৬.২০				
[৪] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৬	[৪.১] পেপারবিহীন দপ্তর বিনির্মাণে আইটি প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত স্থায়ী প্রশিক্ষণ পুল গঠনকরণ।	[৪.১.১] নির্ধারিত তারিখে গঠিত স্থায়ী প্রশিক্ষণ পুল।	তারিখ	তারিখ	২			৩১.০১.২০	২৯.০২.২০	৩১.০৩.২০	১৫.০৪.২০	৩০.০৪.২০		
		[৪.২] রূপকল্প,২০২১ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়ন।	[৪.২.১] বাস্তবায়িত ডিজিটাল রোডম্যাপ	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১.৫	০	০	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪০	২০
		[৪.৩] মন্ত্রণালয়ে সেবা সপ্তাহ পালন	[৪.৩.১] নির্ধারিত তারিখে সেবা সপ্তাহ পালিত	তারিখ	তারিখ	১.৫			৩১.০১.২০	২৯.০২.২০	৩১.০৩.২০	১৫.০৪.২০	৩০.০৪.২০		
		[৪.৪] মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি' সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টিকরণ।	[৪.৪.১] নির্ধারিত তারিখে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি' সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ সমাপ্তকৃত।	তারিখ	তারিখ	১	০	০	৩০.০১.২০	২৮.০২.২০	৩০.০৩.২০	২০.০৪.২০	৩০.০৫.২০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	১১	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	১			৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০		
			[১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	গড়	%	১			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
		[১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃকডিজিটাল সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	১			১৫.০২.২০	১৫.০৩.২০	৩১.০৩.২০	৩০.০৪.২০	৩০.০৫.২০		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	১			১১.০৩.২০	১৮.০৩.২০	২৫.০৩.২০	০১.০৪.২০	০৮.০৪.২০		
		[১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১০.০১.২০	১৭.০১.২০	২৪.০১.২০	২৮.০১.২০	৩১.০১.২০		
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[১.৫] সেবা সহজিকরণ	[১.৫.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৫.১০.১৯	২০.১০.১৯	২৪.১০.১৯	২৮.১০.১৯	৩০.১০.১৯		
			[১.৫.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৫.০৪.২০	৩০.০৪.২০	১৫.০৫.২০	৩০.০৫.২০	১৫.০৬.২০		
		[১.৬] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[১.৬.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
			[১.৬.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
		[১.৭] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[১.৭.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[১.৭.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
		[১.৮] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	[১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০			
		[১.৯] তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.৯.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্যহালনাগাদকৃত	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০				

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৮	[২.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	১			৬০						
			[২.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
			[২.১.৩] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
			[২.১.৪] দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	তারিখ	০.৫			৩১.০১.২০	০৭.০২.২০	১০.০২.২০	১১.০২.২০	১৪.০২.২০		
		[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫			
			[২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	তারিখ	১			১৫.১০.১৯	১৫.১১.১৯	১৫.১২.১৯	১৫.০১.২০	৩১.০১.২০		
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০			
			[২.৩.২] অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			১২	১১	১০	৯			
		[২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	গড়	%	১			৯০	৮০	৭০	৬০			
			[২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	২				
			[২.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	০.৫			৩১.১২.১৯	১৫.০১.২০	০৭.০২.২০	১৭.০২.২০	২৮.০২.২০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৬.০৮.১৯	২০.০৮.১৯	২৪.০৮.১৯	২৮.০৮.১৯	৩০.০৮.১৯		
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			৪	৩					
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	২			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.৩] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.৩.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.৪] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৪.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	সমষ্টি	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
			[৩.৪.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[৩.৫] টেলিফোন বিল পরিশোধ	[৩.৫.১] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.৬] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	[৩.৬.১] ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৬/০৭/২০১৯ তারিখ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৬.০৭.২০১৯ তারিখ

সংযোজনী-১

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	মুবিম	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	সকম	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩	জামুকা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
৪	বামুকট্রা	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট
৫	মুজাঘ	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
৬	বিআরডিবি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৭	জেপ্র	জেলা প্রশাসন
৮	উজেপ্র	উপজেলা প্রশাসন
৯	পিডব্লিউডি	গণপূর্ত বিভাগ
১০	এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ
১১	বামুস	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
১২	এমটিবিএফ	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো
১৩	ডিপিপি	উন্নয়ন প্রকল্প ছক / প্রস্তাব
১৪	বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
১৫	ডিএসসিসি	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা ভোগীর সংখ্যা এক লক্ষ হতে দুই লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৫,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকায় উন্নীত করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতার নীতিমালা, ২০১৩ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে ৭৪৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ১.৮৬ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বরাবরে মাসিক ১০,০০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	ত্রৈমাসিক কিস্তিতে জেলা ওয়ারি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং সম্মানিভাতা বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.২] প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে(সম্মানি ভাতাভোগী) পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপনের নিমিত্ত ঈদবোনাস প্রদান।	[১.২.১] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদানকৃত	পরিবার-পরিজন নিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উৎসব পালনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ অংগীকার অনুযায়ী চলিত অর্থ বছর হতে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা ও তাদেঁর পরিবারকে সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় মাসিক সম্মানিভাতার সমপরিমান অর্থ অর্থাৎ ১০,০০০/= টাকা করে পবিত্র ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদান করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১.৮৬ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ১০,০০০/= টাকা করে পবিত্র ঈদুল ফিতর-এর বোসাস প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	জেলাওয়ারি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং ঈদুল ফিতর-এর বোনাস বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।
	[১.২.২] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল আযহার-এর বোনাস প্রদানকৃত	পরিবার-পরিজন নিয়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উৎসব পালনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ অংগীকার অনুযায়ী চলিত অর্থ বছর হতে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা ও তাদেঁর পরিবারকে সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় মাসিক সম্মানিভাতার সমপরিমান অর্থ অর্থাৎ ১০,০০০/= টাকা করে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-এর বোনাস প্রদান করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১.৮৬ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ১০,০০০/= টাকা করে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-এর বোসাস প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	জেলাওয়ারি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-এর বোনাসের অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং পবিত্র ঈদ-উল-আযহা -এর বোনাস বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।
[১.৩] মাসিক সম্মানী ভাতার ২০% হিসেবে বৈশাখী ভাতা প্রদান।	[১.৩.১] নির্ধারিত তারিখে বৈশাখী ভাতা প্রদানকৃত	বাঙালী জাতির সার্বজনীন উৎসব বাঙলা নববর্ষ উদযাপনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ অংগীকার অনুযায়ী চলিত অর্থ বছর হতে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা ও তাদেঁর পরিবারকে মাসিক সম্মানিভাতার ২০% হারে অর্থাৎ ২,০০০/- টাকা হারে বৈশাখী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.৮৬ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ২,০০০/- টাকা হারে বৈশাখী ভাতা প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	জেলাওয়ারি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী বৈশাখী ভাতার অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বৈশাখী ভাতার বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৪] জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় দিবস ভাতা প্রদান।	[১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানকৃত।	বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ অংগীকার অনুযায়ী চলিত অর্থ বছর ২০১৮-১৯ হতে প্রত্যেক জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের ৫,০০০/- টাকা হারে বিজয় দিবস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০১-১২-২০১৯ তারিখের মধ্যে জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের ৫,০০০/- টাকা হারে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	জেলাওয়ারি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যানুযায়ী বিজয় দিবস ভাতা অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বিজয় দিবস ভাতা বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৫] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং মনিটরিংকরণ।	[১.৫.১] ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ৩৭.৭৫ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ শেষে টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ২৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে আরো ২৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিআরডিবি-এর প্রেরিত প্রতিবেদন হতে মোট ঋণ প্রদানকৃত ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদ
	[১.৫.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মনিটরিংকৃত ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ৩৭.৭৫ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ শেষে টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এর আওতায় বিতরণকৃত অর্থ মূল্যায়নের জন্য এ অর্থ বছরে ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিআরডিবি-এর প্রেরিত প্রতিবেদন ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদ
[১.৬] অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধার তথ্য সংশোধন।	[১.৬.১] নির্ধারিত সময়ে তথ্য সংশোধিত।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে মক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাইজেশনকৃত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, পিতার নাম, গ্রাম প্রভৃতি তথ্যে ভুল সংশোধনের জন্য সরাসরি আবেদন প্রাপ্তির সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধন করা হয়ে থাকে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির ৩ কার্যদিবসের মধ্যে ভুল তথ্য সংশোধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতিটি আবেদন ই-নথির মাধ্যমে প্রাপ্তির তারিখ এবং তথ্য সংশোধনপূর্বক ই-নথিতে পত্রজারীর মাধ্যমে তারিখ রেকর্ড করার মাধ্যমে সংশোধনের কার্যদিবস পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৭] হাট-বাজারের ইজারালব্ধ প্রাপ্ত ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে জেলা ও উপজেলাসহ সমঝোতা স্মারকভুক্ত বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে বরাদ্দকরণ।	[১.৭.১] নির্ধারিত সময়ে অর্থ বরাদ্দ সমাপ্তকরণ	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারা দেশে প্রতিটি হাট বাজারের ইজারালদ্ধ আয় হতে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে ৪% অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে "মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা- ২০১৬" অনুযায়ী বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩০/০৫/২০২০ এর মধ্যে প্রাপ্ত অর্থ বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বরাদ্দকরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	অফিস আদেশ জারির তারিখ-এর মাধ্যমে এ বরাদ্দ প্রদানের কাল পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৮] জিজিটাল পদ্ধতিতে(জি-টু-পি পদ্ধতিতে) সকল মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতাসহ সকল প্রকার ভাতা প্রদান।	[১.৮.১] জি-টু-পি পদ্ধতিতে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানী ভাতা প্রত্যেক মাসে সরাসরি তাঁদের ব্যাংক একাউন্টে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে সারা দেশের ৫০,০০০ মুক্তযোদ্ধাদের সরাসরি তাঁদের ব্যাংক একাউন্টে সম্মানী ভাতা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	এটুআই প্রকল্প এর কারিগরি সহায়তায় প্রস্তুতকৃত এপ্লিকেশন সফটওয়ার ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের মাধ্যমে সম্মানী ভাতা প্রদানকৃত মুক্তিযোদ্ধার মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৯] মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনাসহ) নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তি ও গেজেট সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ।	[১.৯.১] নির্ধারিত সময়ে গেজেট সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগ/যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইক্রমে ও জামুকার সুপারিশের আলোকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভূক্তিসহ গেজেটের তথ্য সংশোধনী প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে গেজেট সংক্রান্ত আবেদন ১০ কার্য দিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গেজেট প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি বিজি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে ও প্রকাশিত গেজেটের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ গেজেটের প্রেরিত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১০] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ।	[১.১০.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমানক অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০০০ টি প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি ও ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ১২০০ টি আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে প্রাপ্ত আবেদন সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নসমূহ প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইস্যু রেজিষ্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে ও প্রত্যেকটি প্রত্যয়নের অফিসকপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়ন শাখায় সংরক্ষিত থাকে। ইস্যু রেজিষ্টার ও সংরক্ষিত প্রত্যায়িত কপি হতে মোট কার্যদিবসের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১০.২] সাময়িক সনদ সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমানক অনুয়ায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ১০০০ টি সনদপত্রের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে ৯০% সনদপত্রের আবেদন নিস্পত্তির লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নিস্পত্তিকৃত সনদপত্রের আবেদনসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সনদ শাখায় রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবেদনকারীদেরকে মোবাইল এস এম এস-এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়ে থাকে। রেজিস্টার অনুযায়ী নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ও এস এম এস এর সংখ্যা অনুযায়ী মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১১] মুক্তিযোদ্ধাদের প্লট/ফ্লাট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন।	[১.১১.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমানক অনুয়ায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ১২০০ টি প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি ৭ কর্মদিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নসমূহ প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইস্যু রেজিষ্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে ও প্রত্যেকটি প্রত্যয়নের অফিসকপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়ন শাখায় সংরক্ষিত থাকে। ইস্যু রেজিষ্টার ও সংরক্ষিত প্রত্যায়িত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১২] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বাসস্থান নির্মাণ(২য় পর্যায়)-এর ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[১.১২.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সবুজ পাতাভুক্ত ১টি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক তার পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের তথ্য হতে প্রেরিত ডিপিপির দাখিলের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৩] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.১৩.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য গত ৩ বৎসরে ২৫৭ টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে আরো ৩০টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণে লক্ষমাত্রা বিগত বছরের তুলনায় কম ধরা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স-এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
	[১.১৩.২] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য জেলায় গত ৩ বৎসরে ৩৬ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ০৩ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণসহ মোট ৬৩টি জেলা কমপ্লেক্স কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে অবশিষ্ট ০১ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স -এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৪] যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	শারীরিক অসামর্থ্যতা অনুযায়ী ০৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিবছর গড়ে ৭০২১ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে "খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদান নীতিমালা,২০১৬" অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে মোট ১১৮৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতি কিস্তিতে ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয় বিভাগওয়ারী এ্যাডভাইজের সিরিয়াল অনুযায়ী ভাতা প্রদানের সংখ্যা এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১৫] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান	[১.১৫.১] রেশন সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে রেশন কার্ড ইস্যু করে থাকে। এ কার্ড প্রদর্শন করে প্রতিমাসে দেশের সকল পুলিশ লাইন থেকে কার্ডধারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগন রেশন সামগ্রী গ্রহণ করে থাকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে মোট ৩৮৯৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগনকে রেশন সুবিধা প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে ।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভাগওয়ারী রেশন কার্ডের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়। রেজিষ্টারে উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের সংখ্যা গণনা করে মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৬] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.১৬.১] চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩৬০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে দেশে-বিদেশে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে স্ব-স্ব সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসেবে চিকিৎসার অর্থ প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক এ্যাডভাইজে উল্লিখিত বিভাগওয়ারী ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৭] মামলার তথ্য বিবরণী সলিসিটর উইং এ প্রেরণ।	[১.১৭.১] প্রেরণকৃত মামলার তথ্য বিবরণী।	এ মন্ত্রণালয়ের ১৬০০ এর অধিক মামলা রয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট মামলার ৪০% মামলার তথ্য বিবরণী সলিসিটর উইং এ প্রেরণ করার লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পত্রজারির মাধ্যমে প্রেরিত মামলার তথ্য বিবরণী সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৮] মন্ত্রণালয়ের ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইন ও বিধি সংশোধন।	[১.১৮.১] জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন (সংশোধিত), ২০১৯ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	২০১৯-২০ অর্থ বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন (সংশোধিত), ২০১৯ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পত্রজারির মাধ্যমে খসড়া আইন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের তারিখ পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১৮.২] বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৯ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত।	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৯ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পত্রজারির মাধ্যমে খসড়া আইন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের তারিখ পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১৯] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন (ক) ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন, খ) বর্তমান শিশু পার্কটি ৭ মার্চের ভাষণ, ইন্দিরা মঞ্চসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ)	[১.১৯.১] নির্ধারিত সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়িত।	২০১৯-২০ র্অথ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা ১০০% বাস্তবায়ন করা হবে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।
[১.২০] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্বান্ত বাস্তবায়ন।	[১.২০.১] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্বান্ত বাস্তবায়িত	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ১০০% বাস্তবায়নের অসধারন লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন বাস্তবায়িত ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.১] মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	[২.১.১] সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান।	১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন স্থানটিতে স্মৃতি স্থাপনা নির্মান করা হয়েছে। তাছাড়া মহান মুক্তিযদ্ধের প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যে সকল স্থানে স্মৃতি স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্মৃতি স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬০টি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ করা হবে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি	স্মৃতি স্থাপনা মেরামত / সংস্কার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে মেরামত / সংস্কারকৃত স্মৃতি স্থাপনা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.১.২] নির্মিত স্মৃতি জাদুঘর।	১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন স্থানটিতে স্মৃতি স্থাপনা নির্মান করা হয়েছে। তাছাড়া মহান মুক্তিযদ্ধের প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যে সকল স্থানে স্মৃতি স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্মৃতি স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫টি ঐতিহাসিক স্থানসমূহে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে মেরামত / সংস্কারকৃত স্মৃতি স্থাপনা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)।	[২.২.১] সংরক্ষিত বধ্যভূমি ও নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ।	১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪০টি বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৩] শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	[২.৩.১] সংরক্ষিত ও উন্নয়নকৃত সমাধিস্থল।	মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২০০০টি সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এর লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য।
[২.৪] ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)।	[২.৪.১] স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্মৃতি বিজড়িত স্থান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীন্তা স্তম্ভ নির্মিত হলেও জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষন, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্নসমর্পণ এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের স্থান সংরক্ষন করার লক্ষ্যে ৩য় পর্যায়ে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ও সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরর প্রকল্পের কাজের দরপত্র আহবানসহ কার্যাদেশপ্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গণপূর্ত বিভাগ এর নির্মাণের কার্যাদেশের অনুলিপি ও মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তারিখ পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৫] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ।	[২.৫.১] সংরক্ষিত ও পুনঃনির্মিত স্থাপনা ।	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরনের নিমিত্ত মক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২৪০টি স্মৃতি স্থাপনা মেরামত/সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরোও ৩৫ টি স্মৃতি স্থাপনা মেরামত/সংস্কারের লক্ষমাত্রা রয়েছে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি	প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে সংরক্ষণকৃত /পুনঃনির্মাণকৃত স্মৃতি স্থাপনা এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৬] মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।	[২.৬.১] শহিদ মিত্রবাহিনী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস(স্মৃতি স্থাপনা/স্তম্ভ) সংরক্ষণ ও চেতনা জাগ্রতকরনের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এর প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়ছে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজের ১০% অগ্রগতি লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৭] মুজিবনগর স্মৃতি কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[২.৭.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মুজিবনগর স্মৃতি কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক তার পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের তথ্য হতে প্রেরিত ডিপিপির দাখিলের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৮] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা লালমুক্তিবার্তা তালিকাভুক্ত জীবিত স্বরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশ।	[২.৮.১] নির্ধারিত তারিখে স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশিত।	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা লালমুক্তিবার্তা তালিকাভুক্ত জীবিত স্বরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য লিপিবদ্ধ/ধারন করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রকাশিত পুস্তক ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[৩.১.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বিগত ৩ বৎসরে প্রায় ১৩০,৩৫৯ জন দর্শনার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে ৫৫,০০০ জন দর্শনার্থী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের গণনার জন্য একটি রেজিস্টার রয়েছে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.২] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গত ৪ বৎসরে ৯ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে আরো ২ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রস্তুতের পর তা ফিল্ম সংগ্রহরে রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়ে থাকে। অর্থ বছর অনুযায়ী রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা পূর্বক মোট প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টরি ফিল্মের সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.২] ঢাকাস্থ মীরপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[৩.২.১] মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শিত ব্যক্তি	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মিরপুর পাম্প হাউসে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়। উক্তস্থানটি "মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি" নামে পরিচিত । গত ৪ বৎসরে প্রায় ২৪৭,০০০ দর্শনার্থী স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে ৫৫,০০০ জন দর্শনার্থী কর্তৃক মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীদের এক্সেশন রেজিস্টারের মাধ্যমে জল্লাদখানার অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। এক্সেশন রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর গণনার মাধ্যমে মোট সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.৩] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রদর্শনী।	[৩.৩.১] প্রামান্যচিত্র পরিদর্শিত ব্যক্তি	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ৭৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে ২.০১ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামন্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্ররম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন এবং জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরায় প্রদর্শিত ব্যক্তির সংখ্যা হতেই মোট পরিদর্শনকারী ব্যক্তির সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.৩.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ৭৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে ২.০১ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামন্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্ররম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন এবঙ জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরার সংখ্যা হতেই মোট পরিদর্শনকারী ব্যক্তির সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৪] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসবের আয়োজন।	[৩.৪.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থীদের দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৩ বৎসরে ৩টি মুক্তির উৎসবের আয়োজন করে । এতে প্রায় ৩৪০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে ১৩,০০০ শিক্ষার্থীকে মুক্তির উৎসবে অংশগ্রহন করানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রতিবছর মুক্তির উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত খেলার মাঠের প্রবেশ পথে ক্রমসংখ্যা নির্নায়ক ইলেকট্রনিক আর্চারির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঠে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর্চারিতে রেকর্ডকৃত ক্রম সংখ্যা হতে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.৫] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[৩.৫.১] আয়োজিত জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে যে সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় জাদুঘর প্রদর্শনী করা হয়েছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। উক্ত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি তিন মাস পর পর শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের কর্মসূচির বিষয় ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত ৩ বছরে ৬টি শিক্ষক সম্মেলন করেছে। এতে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন এবং ১টি বিভাগীয় সম্মেলনে প্রায় ১৮০ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২২৫ জন শিক্ষকদের নিয়ে ৪টি শিক্ষক সম্মেলন ও ১টি বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্মেলন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	অংশগ্রহণ কারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা হতেই মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৬] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন।	[৩.৬.১] আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কসপ	মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও বিচার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৪টি জাতীয় ও ১টি আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করেছে। এতে প্রায় ৬০০জন দেশি ও বিদেশি অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০০ জন ৪ টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজনের ক্ষেত্রে অংগ্রহণকারী দেশি ও বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। রেজিস্ট্রেশনের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৭] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ।	[৩.৭.১] বিতরণকৃত বই-পুস্তক	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩০০০টি বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরোও ৩২৫০টি বই-পুস্তক বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণের রেজিষ্টার ও পেরিত পত্রের আলোকে বিতরণকৃত বই-পুস্তকের সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৮] মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার নিমিত্তি কমিটি গঠন ও কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ।	[৩.৮.১] নির্ধারিত তারিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার নিমিত্তি কমিটি গঠিত।	এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার নিমিত্ত দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে সুপারিশ প্রনয়ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিটি গঠন করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বার্ষিক প্রতিবেদন।
	[৩.৮.২] নির্ধারিত তারিখে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত।	এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার নিমিত্ত দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে প্রণীত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রণীত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণের সরকারি পত্র জারির মাধ্যমে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বার্ষিক প্রতিবেদন।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৪.১] পেপারবিহীন দপ্তর বিনির্মাণে আইটি প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত স্থায়ী প্রশিক্ষণ পুল গঠনকরণ।	[৪.১.১] নির্ধারিত তারিখে গঠিত স্থায়ী প্রশিক্ষণ পুল।	বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কর্মরত বিদ্যমান জনবল-কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩০/০১/২০২০ এর মধ্যে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ পুল সৃজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সনদ / প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষিতকরণের পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.২] রূপকল্প,২০২১ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়ন।	[৪.২.১] বাস্তবায়িত ডিজিটাল রোডম্যাপ	বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে এ-টু-আই এর সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত রোডম্যাপ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে ৪০% বাস্তবায়নের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রোডম্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.৩] মন্ত্রণালয়ে সেবা সপ্তাহ পালন	[৪.৩.১] নির্ধারিত তারিখে সেবা সপ্তাহ পালিত	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩১-০১-২০২০ তারিখের মধ্যে সেবা সপ্তাহ পালনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সেবা সপ্তাহ পালনের সময় সেবা প্রার্থীদের থেকে সেবার মান সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.৪] মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি ' সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টিকরণ।	[৪.৪.১] নির্ধারিত তারিখে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি ' সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ সমাপ্তকৃত।	বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কর্মরত বিদ্যমান জনবল-কে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি ' সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল করে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩০/০১/২০২০ এর মধ্যে একটি পুল সৃজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সনদ / প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষিতকরণের পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন।	কমপ্লেক্স ভবন সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	এলজিইডি কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে।	অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আবাসন নিশ্চিত করা যাবে না। ফলে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকারী শিক্ষক	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	প্রামান্যচিত্র পরিদর্শিত ব্যক্তি	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালার, ২০১৩ অনুযায়ী ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাণী ভাতা বিতরণ নীতিমালার, ২০১৩ অনুযায়ী ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাণী ভাতা বিতরণ নীতিমালার, ২০১৩ অনুযায়ী ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।
মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাণী ভাতা বিতরণ নীতিমালার, ২০১৩ অনুযায়ী ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিধায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদা /প্রত্যাশা করা হয়েছে।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ বিলম্বিত হবে।
মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	নির্মিত স্মৃতি জাদুঘর।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	শহিদ মিত্রবাহিনী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সংরক্ষিত ও উন্নয়নকৃত সমাধিস্থল।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সংরক্ষিত বধ্যভূমি ও নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানকৃত।	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে বৈশাখী ভাতা প্রদানকৃত	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদানকৃত	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে ঈদুল আযহার-এর বোনাস প্রদানকৃত	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।